চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীপে

আমি ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এস,এস (সম্মান) অর্থনীতি বিভাগ, ১ম বর্ষের একজন ছাত্র। ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম বর্ষ সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সাবসিডিয়ারী বিষয় ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র পরীক্ষায় আমি অংশগ্রহণ করি। পরীক্ষা কক্ষে যথারীতি হাজিরা খাতায় দস্তখত করি এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার প্রায় ৩/৪ মিনিট পূর্বে পর্যবেক্ষকের নিকট খাতা জমা দিয়া চলিয়া আসি। কিন্তু গত জুলাই মাসে প্রকাশিত সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার ফলাফলে আমার উক্ত ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্রের ফলাফল প্রকাশিত হয় নাই। সাথে সাথে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসে যোগাযোগ করা হইলে কর্তৃপক্ষ জানান যে, আমার এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করা হইবে। বেশ কিছু দিন আমি 'ধীর-স্থির'ভাবে অনুসন্ধান করিব মনে করিয়া তেমন যোগাযোগ রাখি নাই।

গত ৩১৷৮৷৮৩ ইং তারিখে কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনয়ন করিয়া আমার স্থায়ী ঠিকানায় একটি কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান করে। যাহার মেমো নং ইএস ১৪৬৩৩-৬৮৪। অভিযোগ হইল আমি পরীক্ষাকক্ষে পর্যবেক্ষকের নিকট উত্তরপত্র জমা না দিয়া সংগে নিয়া আসিয়াছি। কেন আমার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেনা ইহার ব্যাখ্যা চাহিয়া দশ দিনের মধ্যে নোটিশের জবাব প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ আমাকে নির্দেশ প্রদান করেন। এ নোটিশ আমার নিকট বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মনে হইল। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করা হইলে জানা যায় যে, ১৬৷১৷১৯৮৩ তারিখে পরীক্ষান্ত পর চারটি উত্তরপত্র পাওয়া যায় নাই। পরের দিন কোন এক বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষক ক্লাস করার সময় ফ্যাকাল্টির কোন একটি কক্ষে উত্তরপত্র চারটি কুড়াইয়া পায়। সংগে সংগে তাহারা বিভাগীয় চেয়ারম্যানের নিকট ঐগুলি জমা দেন।

এই ঘটনা নিয়া আমাকে অভিযুক্ত করার কোন কারণ আমি খুঁজিয়া পাই না। আমি পরীক্ষা দিয়াছি এবং পর্যবেক্ষকের নিকট খাতা জমা দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। ইহার চেয়ে বেশী কিছু আমি জানি না। কেহ যদি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমার উত্তরপত্র লুকাইয়া রাখে সেই জন্য আমি দায়ী নই। পরীক্ষার উত্তরপত্র হাতে হাতে গ্রহণ করিয়া যদি কর্তৃপক্ষ আমাকে রসিদ দিতেন তাহা হইলে আমি তাহা দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু আমি এখন কি দিয়া প্রমাণ করিব যে, আমি উত্তরপত্র জমা দিয়াছি। যাই হোক বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ড এই ন্যক্কারজনক ঘটনা পর্যালোচনা করিবেন এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন। এব্যাপারে আমার বক্তব্য হইল এই যে, যদি কোন ছাত্রকে এই ঘটনার সহিত জড়িত বলিয়া প্রমাণ করা যায় কর্তৃপক্ষ তাহাদেরকে এমনভাবে বহিস্কার করিবেন যেন তাহারা আমৃত্যু বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে না পারে। আমি নিজেও যদি এ ব্যাপারে দোষী বলিয়া প্রমাণিত হই তবে কর্তৃপক্ষের এই শাস্তির ব্যবস্থাকে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিব। পরিশেষে আমার নিবেদন হইল এই যে, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত এই বোর্ডের সামনে আমাকে যেন বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান করা হয়। দেশের এই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এই বিচার করিবেন—ইহাই আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি।

মোহাম্মদ আবু তালেব
প্রথম পর্ব, বি, এস, এস (সম্মান)
পরীক্ষার্থী, ১৯৮২
অর্থনীতি বিভাগ
—সোহরাওয়ার্দী হল নং ৬৬৬
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।